কালান্তর

সংখ্যা : ৩

ইসলামি রাজনীতি

মূল্য : ৳৫০০

কালান্তর

প্রকাশকাল : মে ২০২৪—শাওয়াল ১৪৪৫

সংখ্যা : ৩

বিষয় : ইসলামি রাজনীতি

পৃষ্ঠপোষক : **খতিব তাজুল ইসলাম**

উপদেষ্টা সম্পাদক : **রশীদ জামীল**

সম্পাদক : **আবুল কালাম আজাদ**

সহ-সম্পাদক : **ইলিয়াস মশহুদ**

সার্কুলেশন : **আবদুল ওয়াদুদ মাহদী**

কার্যালয়

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

কালান্তর প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার

ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

সম্পাদক কর্তৃক বোখারা মিডিয়া, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার সিলেট থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

০১৭১২ ৯০ ৫১ ২৮। bokharasyl@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫	আবুল কালাম আজাদ
ইসলাম ও রাজনীতি # ৭-১১০		
নবিজির রাজনীতি ও মদিনা সনদ	৮	মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ
ইসলামের সোনালি যুগের সরকার কাঠামো	১৮	ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
খিলাফত ও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা	২৭	শামসীর হারুনুর রশীদ
ইসলামি রাজনীতি ও গণতন্ত্র : একটি পর্যালোচনা	৫৭	আবদুর রশীদ তারাপাশী
ইসলামি খিলাফত ও আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব	৬৪	আব্দুল্লাহ বিন বশির
খিলাফত বনাম গণতন্ত্র : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৭৯	আবু উসামা জাফর
সমাজতন্ত্র বনাম ইসলাম	৮৯	যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
নারীনেতৃত্ব ও ইসলাম	৯৫	আব্দুল কাদির মাসুম
ইতিহাস ও রাজনীতি # ১১১-১৬৫		
আইয়ামে জাহিলিয়াতের রাজনীতি	১১২	গোলাম মাওলা রনি
মানুষ, রুহানিয়াত ও মক্কা বিজয়	১১৭	ফরহাদ মজহার
খিলাফতের পতন ও গণতন্ত্রের উত্থান	১৩৪	আবদুর রহমান আজহারি
উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলিমদের অবদান	১৪৩	এহতেশামুল হক কাসিমী
স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলন ও সিলেট রেফারেন্ডাম	১৫৪	আবদুল হামিদ মানিক
অতীতের রাজনীতি ও দর্শন # ১৬৬-২৭২		
ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন	১৬৭	আবদুল হক
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি এবং তাঁর সংস্কারকর্ম	১৭৫	আহমাদ সাব্বির
শায়খুল হিন্দের দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তা এবং যোগ্য শিষ্যরা	১৭৯	সৈয়দ মবনু
বদিউজ্জামান সায়িদ নুরসি ও নাজমুদ্দিন আরবাকানের রাজনীতিদর্শন	১৯২	সৈয়দ শামছুল হুদা
ইমাম হাসান আল বান্না ও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মপন্থা	২০০	ফাহাদ আবদুল্লাহ
আল্লামা ইকবাল : পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা	২১৪	ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ
বাহরুল উলুম আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহ. জীবন, রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান	২২২	মুখলিসুর রাহমান রাজাগঞ্জী
শায়খুল ইসলাম মাদানির রাজনৈতিক দর্শন	২৩৭	আবদুল কাদির ফারুক

মাওলানা আতহার আলি ও নেজামে ইসলাম ২৪৪ আশরাফ আলী নিজামপুরী
মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি-দর্শন ২৫১ মুহাম্মদ শামছুল হক
মওদুদি পাঠের আগে : একটি বৈঠকি আলাপ ২৬২ বাশিরুল আমিন

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি # ২৭৩-৩৬৮

স্বাধীনতা-উত্তর জমিয়ত ২৭৪ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া
খেলাফত মজলিস ও 'রূপকল্প ২০৩০' ২৮০ ফুজায়েল আহমদ নাজমুল
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও
মাওলানা সৈয়দ মো. ফজলুল করিম রাহ. ২৮৩ আইমান খালিদ
ইসলামি রাজনীতির ৫৩ বছর : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৮৮ আবদুস সাত্তার আইনী
মুক্তিযুদ্ধ, আলিমসমাজ ও কওমি মাদরাসা ৩০১ হাসান আল মাহমুদ
রাজনীতির চোখে অরাজনৈতিক হেফাজতে ইসলাম ৩০৫ জহিরুল ইসলাম
বাংলাদেশে ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩১৩ মনজুরে মাওলা
বাংলাদেশের প্রভাবশালী কয়েকজন ইসলামি
রাজনীতিবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩২৪ ইলিয়াস মশহুদ

মতামত # ৩৬৯-৪০৯

ইসলামি রাজনীতির গায়েবানা জানাজা ৩৭০ রশীদ জামীল
ইসলাম ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ৩৮০ আবদুল লতিফ মাসুম
রাজনীতির কথা ৩৮৬ ড. তারেক ফজল
বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি ব্যর্থ কেন ৩৮৯ খতিব তাজুল ইসলাম
ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের গুণাবলি ৩৯৩ শাহ মমশাদ আহমদ
গণমুখী ইসলামি রাজনীতি : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৪০০ সাইফ সিরাজ
বাংলাদেশে ইসলামি ছাত্ররাজনীতির ভবিষ্যৎ
শঙ্কা ও সম্ভাবনা ৪০৬ বিলাল আহমদ চৌধুরী

সাক্ষাৎকার # ৪১০-৪৪৫

আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার : মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ. ৪১১ ইজতিহাদ মাহমুদ
সাক্ষাৎকার : মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস রাহ. ৪১৯ ওয়ালিউল ইসলাম
সাক্ষাৎকার : মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী ৪২৩ এহসান সিরাজ
সাক্ষাৎকার : ড. আহমদ আবদুল কাদের ৪২৮ মুস্তাক আহমদ
সাক্ষাৎকার : মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী ৪৪০ দিদার শফিক

ইসলামি রাজনীতি-বিষয়ক বইয়ের তালিকা ৪৪৬ মুহাম্মাদ

সম্পাদকীয়

কালান্তর একটি বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন। বহু লঘুগুরু বিষয়ে বাগবিস্তারের চলতি রেওয়াজের বাইরে এসে একই বিষয়ের বহুমাত্রিক অনুসন্ধানে একনিষ্ঠ হওয়ার পর ইতিমধ্যে কালান্তর *সিরাতুন্নবি* ও *ইসলামের ইতিহাস* সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। দুটি সংখ্যাই পাঠক আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এ আমাদের জন্য বড় এক পাওয়া। মননশীল পাঠকদের সাড়া আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

এ সংখ্যার বিষয় *ইসলামি রাজনীতি*। বড়ই জটিল ও কঠিন বিষয়। আর বাংলাদেশে তো ইসলামি রাজনীতিচর্চার ধারা গণতন্ত্রের মিশেলে ক্রমাগত জট পাকিয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছে বিষম বিরোধপূর্ণ। ইসলামি রাজনীতি করেও কেউ কেউ এর বেশ সমালোচনাও করেন। অনেকে আবার এড়িয়ে চলতে চান গণতন্ত্র ও ইসলামি রাজনীতির মেলবন্ধন। এভাবে বাংলাদেশে ইসলামপন্থি, বিশেষত কওমি ও আলিয়া মাদরাসা ধারার শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা নানা দল ও মতে বিভক্ত।

আমরা চেয়েছি কালান্তরের এ সংখ্যাটি যেন হয় ইসলামি রাজনীতি বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাবোদ্দীপক সংখ্যা। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের চেষ্টায় কোনো কমতি রাখিনি। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশের কথা থাকলেও বিষয়-বিন্যাস ও লেখা সংগ্রহে বাড়তি আরও দুমাস সময় লেগে গেল। তা ছাড়া কলেবরও এত বড় হয়ে গিয়েছে যে, সবকিছু সুন্দরমতো ঠিকঠাক ও গোছগাছ করার কাজে অতিরিক্ত সময় না দিয়ে উপায় ছিল না। আর সবার লেখা যদি পেয়ে যেতাম, তবে তো এ সংখ্যাটি রীতিমতো ঢাউস হয়ে উঠত।

চলতি সংখ্যার বিষয়বস্তু সাজাতে গিয়ে আমরা বিস্তর পরিশ্রম করেছি। লেখকদের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেছি। যেহেতু বিষয়নিষ্ঠ ম্যাগাজিন, তাই নির্দিষ্ট বিষয়ের লেখক পেতে যেমন বেগ পেতে হয়েছে, তেমনি লেখা আমাদের হাত অবধি পৌঁছুতেও দীর্ঘ সময় লেগেছে। এতকিছুর পরেও মূল্যবান কয়েকটি লেখা ও সাক্ষাৎকার আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

এ সংখ্যাটিতে উঠে এসেছে ইসলামি রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ। ৪৪৮ পৃষ্ঠার পরিসর সাজানো হয়েছে ছয়টি ভাগে। প্রথম ভাগে—ইসলাম ও রাজনীতি, দ্বিতীয় ভাগে—ইতিহাস ও রাজনীতি, তৃতীয় ভাগে—অতীতের রাজনীতি ও দর্শন, চতুর্থ ভাগে—বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি, পঞ্চম ভাগে—মতামত, ষষ্ঠ ভাগে—সাক্ষাৎকার। দেশের নবীন-প্রবীণ লেখক, গবেষক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ ও রাজনীতিবিশ্লেষকেরা তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে একে ঋদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রাজনীতি-বিষয়ক বইয়ের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ম্যাগাজিনটিতে নানা মতপথের জ্ঞানীগুণী লেখক-চিন্তকগণ যাঁর যাঁর চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন এবং মতামত দিয়েছেন। তাই লেখায় প্রতিফলিত চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকেরই নিজস্ব চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বলে বিবেচিত হবে। তবে কোনো লেখার সঙ্গে দ্বিমত করে কেউ সমালোচনামূলক লেখা দিলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে বা অন্য কোনো সংখ্যায় সেটা প্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক

ইসলাম ও রাজনীতি

নবিজির রাজনীতি ও মদিনা সনদ

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

পৃথিবীতে বিভিন্ন কালে নানা দেশে কালজয়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের প্রজ্ঞার পরিচয় মানুষ বেশিদিন স্মরণে রাখেনি। কিন্তু রিসালাতি জ্ঞানের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, যা মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। হাদিস ও ইসলামি ইতিহাসশাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়, বনি ইসরাইলের নবিগণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।[১] অথচ তাঁদের রাজনৈতিক জীবনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু নবিজির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রজ্ঞা মুসলিমদের কাছে শুধু উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টই নয়; বরং তা আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস।

এক. নবিজির রাজনৈতিক দায়িত্ব

১. বিপ্লব সাধন : নবিজির আবির্ভাবের আগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যে ভরপুর। গোত্রভিত্তিক সমাজে ভেদাভেদ ছিল প্রধান বিষয়। কলহ, যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি লেগেই থাকত সবসময়। কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক কেন্দ্র না থাকায় আরবসমাজ তখন ছিল বহুধাবিভক্ত।[২] এরপর নৈরাজ্যপূর্ণ এই আরবে নবিজি ﷺ যে অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও দীনের হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে অন্য সব দীনের ওপর একে বিজয়ী করে তোলেন। এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা ফাতহ : ২৮]

একই দায়িত্বের কথা তিনি সুরা তাওবার ৩৩ নম্বর আয়াত ও সুরা সাফ-এর ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

২. ইসলামপ্রতিষ্ঠা : ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানি লিখেন, 'ইসলাম নামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছিল নবিজির দায়িত্ব, যেন তা মানবসমাজের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন হয়। আর বাস্তবেও তা-ই ঘটেছিল।'[৩]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৫৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৭১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৯৬০।

[২] *আর রাহিকুল মাখতুম* : ৪৮০।

[৩] *উসওয়াতুন লিল আলামিন* : ৮১।

দুই. নবিজির রাজনীতির লক্ষ্য

নবিজির রাজনীতি ছিল ইসলামের জন্য। ধর্মীয় চেতনা বদ্ধমূল করে আল্লাহভীরু চরিত্রবান মানুষ তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি, যেন ধর্মীয় বিধান মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তাহলেই সমাজের বর্বরতা ও নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব। তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য ছিল :

১. আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর নির্দেশিত আইন প্রতিষ্ঠা।

২. শিক্ষা, অর্থ, সমাজ ও সংস্কৃতি, সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পরিপালনের পরিবেশ সৃষ্টি।

৩. মানুষে মানুষে বৈষম্য, অনাচার-অবিচার-অন্যায় দূর করে সাম্য-শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও সুষম শাসনের ব্যবস্থা।

৪. যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা।

৫. পরকালীন কল্যাণের পথ মসৃণ করা, যেন পার্থিব প্রবঞ্চনার গোলকধাঁধায় মানবজীবন বরবাদ না হয়।[৪]

তিন. নবিজির রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

নবিজির রাজনীতির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। যথা :

১. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি : সকল নবির রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। তাঁদের নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘজীবন যে পরার্থপর পরিচয় বহন করে, তা অন্য কোথাও মেলা ভার। নবিজির রাজনীতিতে এ বৈশিষ্ট্য ছিল সমুজ্জ্বল। ফলে তাঁর নিখাঁদ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।[৫]

২. উপায়-উপকরণের পবিত্রতা : তিনি কোনো অন্যায় বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মতো উপায় অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করতেন না; বরং চরম শত্রুর সঙ্গেও মানবিক আচরণ করতেন। তারা ইসলামের আদর্শ মেনে নিলে তাদের আগের সব দোষ মাফ করে দিতেন।[৬]

৩. উদ্দেশ্যের নিষ্কলুষতা : ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। না হলে তিনি কুরাইশের প্রস্তাব মেনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিতে পারতেন।[৭]

চার. নবিজির রাজনীতির সূচনা

সত্য দীন অন্যসব ধর্মের ওপর বিজয়ী করা-সংক্রান্ত যে দায়িত্বের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন, মদিনায় তার সবটাই অবতীর্ণ হয়েছে। মদিনার সময়টি ছিল আল্লাহর

---

৪ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ১১৫; *সিরাতে মুগলতাই* : ৩৫২।

৫ *সিরাতে মুসতাফা* : ৮৭।

৬ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ১০৯; *সিরাতে মুগলতাই* : ২১০।

৭ *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ৭৮।

বিধান প্রয়োগের, আর মক্কার সময়টি মনন-মানসের প্রস্তুতিকাল। ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কায় যে সময়টুকু নবিজি ﷺ কাটিয়েছেন, তখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন। জাগতিক উপায়-উপকরণ বলতে তেমন কিছু ছিল না। ফলে এ সময় তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। হিজরতের পর ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।[৮]

পাঁচ. মক্কায় রাজনৈতিক পদক্ষেপ

১. অনুসারী গঠন : মক্কার ১৩ বছরে আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও আবু জার গিফারি রাজিআল্লাহু আনহুমের মতো বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মক্কার ৪৩৫, মদিনার ২০০ এবং হাবশায় হিজরতকারী প্রায় ১০০ জনসহ সাড়ে ৭ শতাধিক ব্যক্তিকে নবিজি ﷺ ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। হিজরতের পর এ সংখ্যাটি এক বছরে প্রায় চার গুণ বেড়ে ৩ হাজারে দাঁড়ায়।[৯]

২. দপ্তর প্রতিষ্ঠা : মক্কায় অনুসারীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি কাবা শরিফের পাশে আরকাম ইবনু আবিল আরকাম রা.-এর বাড়িতে কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এটাকে রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্রও বলা যায়। এখানে গোপনে এসে নতুন ধর্মান্তরিতরা যাবতীয় কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এখান থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা, নতুন ঐশীবিধান ও নবিজির নির্দেশনার কথাও জানতে পারতেন।[১০]

ছয়. আবিসিনিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়

নবিজি ﷺ যখন দেখলেন, তাঁর অনুসারীদের কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে এবং জীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে, তখন তাঁদের আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যেতে বলেন। তবে তিনি নিজে মক্কায় থেকে যান। সাহাবিদের ১০ জনের একটি দল (পরে তা বেড়ে ৮৩ জনে পৌঁছে) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে মদিনা মুসলিমদের আবাসভূমি হয়ে উঠলে তাঁরা ফিরে আসেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতে মাধ্যমে কেবল কুরাইশের নিপীড়ন থেকে তাঁরা মুক্তি পাননি, ইসলামের প্রসারও হয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গেও নবিজির অনুসারীদের প্রত্যক্ষ একটা যোগসূত্র তৈরি হয়।[১১]

সাত. মদিনাবাসীর সঙ্গে চুক্তি

হজের মৌসুমে মদিনার অধিবাসীরা মক্কায় এলে নবিজি ﷺ তাদের সামনে ইসলামের বাণী তুলে ধরেন। তাঁরাও নিজেদের অনৈক্যের কথা নবিজিকে জানান। তাঁদের আশা ছিল, নবিজির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আরবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। ফলে গভীর রাতে তাঁরা আকাবার কাছে একটি গিরিপথে সমবেত হন। দুজন নারীসহ সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ৭৩ জন। নবিজির সঙ্গে চাচা

[৮] *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ৭৭।

[৯] *উসদুল গাবাহ ফি তাজকিরাতিস সাহাবাহ* : ৫৮।

[১০] *জাদুল মাআদ* : ৯৬।

[১১] *আল ইসাবাহ* : ১৭৮।

আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবও ছিলেন। আকাবার এই বৈঠকে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষায় যতটা যত্নবান, নবিজির বেলায়ও ততটাই হবে। তখন নবিজিও বললেন, নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন অবস্থায় তাঁদের ছেড়ে না দিয়ে বরং তাঁদেরই একজন হয়ে থাকবেন তিনি। তাঁরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তিনিও তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; যার সঙ্গে সন্ধি করবে, তিনিও তার সঙ্গে সন্ধি করবেন। এ প্রতিশ্রুতি মদিনায় নবিজির অবস্থান ও ইসলামের প্রাথমিক ভিত শক্তিশালী করে।[১২]

আট. মদিনায় রাজনৈতিক পদক্ষেপ

১. প্রাথমিক জরিপ : *সহিহ বুখারির* কিতাবুল জিহাদে উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় হিজরিতে ইদুল ফিতর উপলক্ষে নবিজি ﷺ মুসলিমদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে একটি দপ্তরে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। এটি প্রয়োজনীয় জরিপকার্য বটে। ইতিহাসে এটিই প্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি।

২. মসজিদ নির্মাণ : নবিজি ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে (২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২) প্রথমেই মসজিদে নববি নির্মাণ করেন। এটি একদিকে যেমন ছিল ইবাদতের ঘর, তেমনি ছিল তাঁর কর্মী ও সহচরদের পারস্পরিক সম্মিলনকেন্দ্রও।[১৩]

নয়. আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃবন্ধন

১. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন : মক্কা থেকে গমনকারী ও মদিনায় অভ্যর্থনাকারী উভয় পক্ষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে নবিজি ﷺ একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। মক্কাবাসীদের বলা হতো মুহাজির বা হিজরতকারী; আর মদিনাবাসীদের আনসার বা সাহায্যকারী। তাঁদের বন্ধুত্ব পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার আঁচলে বেঁধে দেন। এ ভ্রাতৃবন্ধন পরের সব সম্মিলিত কর্মতৎপরতা নির্বিবাদে এগিয়ে নিতে প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।[১৪]

২. আউস-খাজরাজের বিরোধ মীমাংসা : মদিনার প্রধান দুটি গোত্র আউস ও খাজরাজের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হতো। সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল 'বুয়াস'। এ যুদ্ধ হিজরতের ৫ বছর আগে সংঘটিত হয়। আউস ও খাজরাজ গোত্রের বহুদিনের বিবাদ মিটিয়ে নবিজি ﷺ মদিনায় বসবাসকারী তিনটি শ্রেণির মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতিপ্রতিষ্ঠায় 'মদিনার সনদ' প্রণয়ন করেন।[১৫]

দশ. রাজনৈতিক নানা পদক্ষেপ

মদিনায় নবিজির ১০ বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর মাধ্যমে বিবাদমান বিভিন্ন গোত্রকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় নিয়ে আসা, বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের ২০৯টি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও সংলাপ, রাজনৈতিক লক্ষ্যে শতাধিক দূত প্রেরণ, তৎকালের দুই

---

[১২] *তারিখুল ইসলাম* : ৮৯।

[১৩] *তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ* : ২৫৮।

[১৪] *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* : ১৬৯।

[১৫] *সিরাতে মুগলতাই* : ২৫৮।

পরাশক্তি পারস্য ও রোম সম্রাটসহ চার শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে চিঠি পাঠানো, বিদ্রোহীদের দমন, বৈরী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ নানা রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। এর ফলাফলও এসেছিল দ্রুত। মাত্র ১০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ৭০০ থেকে প্রায় ১০ লাখে উন্নীত হয়। মাত্র ছয় বর্গমাইলের ইসলামি অঞ্চলের পরিধি ততদিনে পৌনে ১২ লাখ বর্গমাইলে বিস্তৃতি লাভ করে। বিদায়হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সোয়া লাখেরও বেশি।[১৬]

এগারো. কালজয়ী নেতৃত্বের মডেল

নবিজি ﷺ মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় উপহার। মানবসভ্যতার সবচেয়ে সমৃদ্ধ পর্যায়গুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় মহত্ত্ব ও গুণের ছাপ স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে নবি, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পাঠিয়েছি। [সুরা আহজাব : ৪৫-৪৬]

আল্লাহ তাআলা নবিজিকে বিশ্ববাসীর জন্য 'রহমত' বা 'মহাকরুণা' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

> আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি। [সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

বারো. সেরা রাজনীতিবিদের তকমা

নবিজি ﷺ ছিলেন বিশ্বের প্রথম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। ছিল না যাঁর নিয়মিত কোনো সেনাহিনী, ছিল না রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য-কর্মসূচি। অথচ তিনি এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন, যার নিদর্শন আজও ইতিহাসে বিরল। প্রখ্যাত ব্রিটিশ মনীষী জর্জ বার্নার্ডশ (১৮৬৫-১৯৫০) বলেন, If all the world was under one leader then Mohammad (sm) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creed dogmas and ideas to peace and happiness. 'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোনো একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো, তবে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।'[১৭]

তেরো. ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি

নবিজি ﷺ ছিলেন মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। মদিনাকে তিনি এমন কল্যাণমুখর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে যেমন আসীন ছিলেন, তেমনি জনসাধারণের হৃদয়ের মণিকোঠায়ও ছিল তাঁর সপ্রতিভ অবস্থান। নবিজির ঐতিহাসিক সাফল্য হলো, তিনি

[১৬] *তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ* : ৩৮৭।

[১৭] *দ্য হান্ড্রেড* : ১৪৫।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। 'মদিনা সনদ' নামে ৪৭টি ধারা সংবলিত এ ধরনের মানবিক সমঝোতামূলক শাসনতন্ত্র প্রয়োগিকভাবে আর কেউ উপহার দিতে পারেননি। তিনি নীতি ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। আল্লাহর কুরআন হলো সে আদর্শের মূলভিত্তি। সে হিসেবে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। এটিই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[১৮]

চৌদ্দ. রাষ্ট্রগঠনে ছয় মূলনীতি

নবিজি ﷺ তার রাষ্ট্রে ছয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করেন। যথা—

১. আল্লাহ ও তাঁর নবি ﷺ-এর আনুগত্য সব আনুগত্যের ঊর্ধ্বে।

২. সব দায়িত্বপূর্ণ ও প্রশাসনিক পদে মুসলিম নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৩. ইসলামি সরকারের আনুগত্য জনগণের অপরিহার্য।

৪. সরকারের সমালোচনার অধিকার জনগণের থাকবে।

৫. রাষ্ট্রের সব আইন ও বিধানের মানদণ্ড হবে ইসলামি শরিয়ত।

৬. বিরোধ-মীমাংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর নবি ﷺ-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।[১৯]

পনেরো. পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন

নবিজি ﷺ-এর রাষ্ট্র ছিল শুরা বা পরামর্শভিত্তিক। তাঁর রাষ্ট্রে নাগরিক (বিশেষত অমুসলিমদের) অধিকার নিশ্চিত ছিল। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নবিজি ﷺ সমঝোতা-শৃঙ্খলা, মৈত্রী-উদারতা ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর উদার ক্ষমা ঘোষণা বিশ্বের যেকোনো চিন্তাবিদকে আলোড়িত করে। তিনি মাঠে-ময়দানে ছিলেন একজন তুখোড় সমরবিদ ও মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মানবতাবাদী রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিহিংসামূলক হত্যা, যুদ্ধে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। সম্পদ অর্জন ও বহনের ব্যাপারে শরিয়তের নীতিমালাই ছিল তাঁর সর্বোত্তম আদর্শ। সর্বোপরি তিনি কুরআনভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম পুরুষ।[২০]

ষোলো. রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও অনাড়ম্বর জীবন

জগতের অতুলনীয় প্রভাবশালী রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও নবিজি ﷺ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাঁর চলাফেরায় সাদাসিধে ভাব সদা স্পষ্ট ছিল। জীবনে তিনি কখনো দু-বেলা পেটপুরে খাননি। শস্তা তোষক ও চাটাইয়ের বালিশ ছিল তাঁর চির সম্বল। দিনে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, আর রাতে মহান রবের দরবারে অশ্রু বিসর্জন দিতেন। ৮ লাখ বর্গমাইলের এ মহান রাষ্ট্রপ্রধান চিরবিদায়কালে

---

[১৮] *জাদুল মাআদ* : ৩৮৭।

[১৯] *তারিখুল ইসলাম* : ২৪১।

[২০] *উসওয়াতুল লিল আলামিন* : ১৮৫।